গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, দিনাজপুর।
http://dae.dinajpur.gov.bd

স্মারক নং ১২.১৭.২৭০০.০৪১.৯৯.০০১.২৪. ৯৯০ তারিখ: ২৮/০৪/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয় : চলমান তীব্র তাপপ্রবাহে ফসল রক্ষায় কৃষকের করনীয়।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সারাদেশসহ অত্র জেলায় বিগত কয়েকদিন যাবৎ মাঝারি থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ বিরাজমান রয়েছে। বর্তমানে বোরো ধান, পাট, ভূট্টা, শাকসবজিসহ বিভিন্ন মৌসুমী ফল মাঠে দন্ডায়মান রয়েছে। তীব্র তাপপ্রবাহের ফলে এসব ফসল ক্ষতির ঝুঁকিতে রয়েছে। তাপপ্রবাহের কবল থেকে ফসল রক্ষার্থে নিম্নলিখিত করণীয় বিষয়গুলি মাঠ পর্যায়ে কৃষকের মাঝে বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

তাপপ্রবাহে ফসল রক্ষায় কৃষকের করণীয় :

- দিনাজপুর জেলায় বর্তমানে ৮২% বোরো ধান পিআই, বুটিং ও ফুল অবস্থায় রয়েছে। ধানের এ অবস্থায় সবচেয়ে বেশি পানির প্রয়োজন। এছাড়া চলমান তাপ প্রবাহে ধান গাছের গোড়ায় সর্বদা ২ থেকে ৩ ইঞ্চি পানি ধরে রাখতে হবে। তবে যদি তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের উপরে চলে যায় সেক্ষেত্রে ধান চিঠা হয়ে যেতে পারে। ১০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম পটাশ মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করা যেতে পারে। তাহলে আশা করা যায় যে, তাপপ্রবাহে ধানের ফলনে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না।

- বর্তমান আবহাওয়ায় ধান গাছের বৃদ্ধিপর্যায়ে শীষ ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ হতে পারে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই প্রিভেন্টিভ হিসাবে বিকাল বেলা টুপার ৮ গ্রাম/১০ লিটার পানি অথবা নেটিভো ৬ গ্রাম /১০ লিটার পানি মিশিয়ে ৫ শাতাংশ জমিতে ৫ দিন ব্যবধানে দুইবার স্প্রে করুন।

- মাঠে বর্তমানে ভূট্টা ফসল রয়েছে। যেসব ক্ষেতে মোচা গঠন পর্যায়ে রয়েছে যেসব ক্ষেতে ১-২ টা সেচ দেয়া যেতে পারে।

- পাট বর্তমানে মাঠে দৈহিক বৃদ্ধি পর্যায়ে রয়েছে যেসব ক্ষেতের পাট খুব নাজুক অবস্থায় অর্থাৎ মাটির আর্দ্রতা খুবই কমে গেছে সেসব ক্ষেতে ১টা হালকা সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আম, লিচু, জাম, কাঁঠাল সহ অন্যান্য ফল গাছে ৭-১০ দিন অন্তর সেচ প্রদান করতে হবে। গাছের চারদিকে রিং পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা উত্তম। তবে প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা যেতে পারে। তাপ প্রবাহ কমলেও ফল পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ১৫ দিন অন্তর সেচ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে, এতে ফল ঝরে পড়া কমবে ও ফলন বৃদ্ধি পাবে। মাটিতে আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য সেচের পর, গাছের গোড়া হতে কিছু দূরে কচুরীপানা, খড়, গাছের পাতা ইত্যাদি দিয়ে মালচিং ব্যবহার করতে হবে। বাড়ন্ত কলা ক্ষেতে ১টা সেচ দেয়া যেতে পারে।
- ফল জাতীয় সবজিঃ যেমন-বেগুন, টমেটো, মরিচ, মিষ্টি মরিচ, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, করলা, ঝিঙ্গা, চিচিংগা, পটল, শসা এবং ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজিতে ৩-৪ দিন অন্তর সেচ প্রয়োগ করতে হবে।
- পাতা জাতীয় সবজিঃ যেমন- ডাটা, লালশাক, পুইশাক, কলমী, লাউশাক ইত্যাদিতে ২-৩ দিন অন্তর সেচ প্রদান করতে হবে। প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা উত্তম। তাপদাহ কমলেও ৫-৭ দিন অন্তর সেচ প্রদান অব্যাহত রাখা প্রয়োজন এতে ফলন বৃদ্ধি পাবে। মাটিতে পর্যাপ্ত রস ধরে রাখার জন্য মালচিং ব্যবহার করতে হবে। জমিতে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

২৮/০৪/২৪
উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, দিনাজপুর।

১-১৩। উপজেলা কৃষি অফিসার (সকল)
..... দিনাজপুর।

অনুলিপিঃ
১। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দিনাজপুর অঞ্চল, দিনাজপুর।

\\Desktop-o9ht4km\e\Imrul\Add (Crop) Sir\তাপপ্রবাহে করণীয়.docx 4